بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ মে, ২০১৯ মোতাবেক ১৭ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

বাইরে মসজিদের উদ্বোধনের জন্য যে ফলক লাগানো হয়েছে এখন আমি তা উন্মোচনের জন্য পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। এতে করে উদ্বোধন হয়ে গেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন রাবওয়ার মসজিদে মোবারক উদ্বোধন করেন তখন বলেছিলেন, উদ্বোধনের পূর্বে দু'রাকাত নফল নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত কিন্তু তখন এর ব্যবস্থা করা সম্ভবপর ছিল না তাই তিনি বলেন আমরা কৃতজ্ঞতামূলক সেজদা করবো। সচরাচর রীতি হলো আমি যখন উদ্বোধনের জন্য ফলক উন্মোচন করি, তখন দোয়া করি। আজকে একই রীতির অনুসরণে দোয়ার পরিবর্তে এখন কৃতজ্ঞতামূলক সেজদা করবো, আপনারা আমার সাথে যোগ দিন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে একটি ছোট কেন্দ্র দান করেছেন, এই মসজিদ দান করেছেন। এরপর রীতিমত খুতবা আরম্ভ হবে। কৃতজ্ঞতামূলক সেজদায় যোগ দিন।

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করেন:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০-৩২)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, তুমি বলে দাও, আমার প্রভু আমাকে ইনসাফ তথা ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন আর এই (নির্দেশ) যে, প্রত্যেক মসজিদের কাছে নিজের মনোযোগ সন্নিবিষ্ট কর আর আল্লাহ তা'লার ইবাদতকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'লারই অধিকার আখ্যা দিয়ে তাঁকে ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদের আরম্ভ করেছেন একদিন তোমরা সে অবস্থার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। একদলকে তিনি হেদায়েত দিয়েছেন কিন্তু অপর একটি দল আছে যাদের জন্য ভ্রষ্টতা আবশ্যক হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য গণ্য হয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে শয়তানদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। তারা মনে করে তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে। হে আদম সন্তানগণ সকল মসজিদের কাছে সৌন্দর্যের উপকরণ অবলম্বন কর। আর খাও ও পান কর কিন্তু অপব্যয় করো না, কেননা আল্লাহ্ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার। আল্লাহ তা'লা আজ আমাদেরকে ইসলামাবাদের এই মসজিদে জুমুআ পড়ার তৌফিক দিচ্ছেন। যেভাবে কয়েক জুমুআ পূর্বে আমি কেন্দ্র ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা বলেছিলাম কেননা মসজিদ ফযলের সাথে এখন অফিস ইত্যাদির ব্যবস্থায় বা কাজে অনেক স্থানস্বল্পতা অনুভূত হচ্ছিল। আর অফিসের জন্য অধিক উত্তম ও খোলা জায়গার প্রয়োজন দেখা দেয় যা খোদা তা'লার কৃপায় ইসলামাবাদের নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এখন অনেকটা হস্তগত হয়েছে। একইভাবে

জামা'তের খেদমতকারী ও দপ্তরের কিছু কর্মচারীর জন্য জায়গা অনুসারে অবাসনেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া খলীফায়ে ওয়াক্তের আবাসিক ভবনও নির্মিত হয়েছে। যুগ-খলীফার বাসগৃহের সাথে মসজিদ থাকাও আবশ্যক যেন খলীফায়ে ওয়াক্তের পিছনে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে নামায পড়তে পারে এবং দরস ইত্যাদির কাজও যেন খলীফায়ে ওয়াক্ত সহজভাবে সমাধা করতে পারেন। যদিও আজকে আমরা এই জুমুআর মাধ্যমে ঐতিহ্যগতভাবে মসজিদ উদ্বোধন করছি কিন্তু কার্যত আমার এখানে স্থানান্তরিত হতেই নামায ও অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা লাগাতার চলতে থাকে। বাহির থেকে খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনার অনেক বড় বড় প্রতিনিধিদল আসতে থাকে। এ মসজিদে তাদের সাথে বৈঠকও হতে থাকে। আর যাদের সাথে অন্যান্য ছোট হলে অনুষ্ঠান হয়েছে তাদের জন্যও সহজেই মসজিদে নামাযের ব্যবস্থা করা আর তাদের এখানে আসা সম্ভব হয়। ফযল মসজিদ থেকে এ মসজিদে প্রায় চারগুণ বেশি সংকুলান সম্ভব কিন্তু সমাগত প্রতিনিধি দল দেখে এ মসজিদও ছোট হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হতে থাকে। কিন্তু এর পাশেই কিবলামুখী একটি বহুমুখী হল নির্মাণ করা হয়েছে এতে অতিরিক্ত লোক নামায পড়তে পারে আর এ হলে যথেষ্ট সংকুলানের সুযোগ রয়েছে। যাহোক এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কৃপায় যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর গত ১০-১৫ বছরে মসজিদ নির্মাণের প্রতি জামা'তগুলোর বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে যার কারণে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এ মসজিদের নাম আমি মসজিদে মোবারক রেখেছি। এদিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের বাসভবনও এখানে আর সুন্দর গৃহের আকারে সেবকদের প্রায় ২৯-৩০ জনের বাসস্থানও এখানে রয়েছে। অধিকন্তু সেসকল দপ্তরও এখানে রয়েছে যাদের সাথে প্রত্যহ আমার অধিক কাজ থাকে। অর্থাৎ এই জায়গা ও এ মসজিদ এদিক থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। খোদার কাছে দোয়া থাকবে এ মসজিদ এ দৃষ্টিকোণ থেকে মসজিদে মোবারকের প্রতিচ্ছবি বা মসীল প্রমাণিত হোক আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকর্ষণকারী এবং সকল অর্থে আশিসময় হোক। যখন এর নাম প্রস্তাব করা হচ্ছিল, বিভিন্ন নাম পূর্বে মাথায় আসতে থাকে আর বিভিন্ন নাম সম্পর্কে পরামর্শও হতে থাকে কিন্তু এরপর হযরত মসীহ মওউদ এর এই এলহাম হঠাৎ আমার সামনে আসে যার কারণে এই নাম রাখা হয়। সেই এলহাম হলো-

'মুবারাকুন ওয়া মুবারেকুন ওয়া কুল্লু আমরীন মুবারাকীন ইয়ুজআলু ফীহে'

হযরত মসীহ্ মওউদ এর ভাষাতেই এর অনুবাদ হলো অর্থাৎ এই মসজিদ আশিসদাতা ও আশিসমণ্ডিত আর সকল বরকতময় বিষয় এতে সমাধা করা হবে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের এ দোয়া থাকবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকে যেসব দোয়া করেছেন আর পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তার ও বিজয়ের জন্য তাঁর যে বাসনা ও ব্যকুলতা ছিল তা যেন এই মসজিদের ভাগ্যেও জোটে আর এ মসজিদ ও এ কেন্দ্র যেন সব সময় ইংল্যাণ্ড, ইউরোপ এবং পৃথিবীর সকল দেশে এখান থেকে একত্ববাদের প্রসার ও ইসলামের বাণী প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করে। কেন্দ্রের এখানে আসা সকল অর্থে কল্যাণময় হোক আর খেলাফতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে সূচীত সকল পরিকল্পনা সবসময় যেন খোদার কৃপা ও আশিস আকর্ষণ করতে থাকে, অধিকন্তু খোদার দৃষ্টিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মসজিদের সাথে যেসকল কল্যাণরাজির সম্পর্ক ছিল তা যেন এরও লাভ হতে থাকে। গতকাল পর্যন্ত আমি এটি জানতাম না, কালই একথা আমার সামনে আসে যে রাবওয়ায় যখন জনবসতি গড়ে ওঠা আরম্ভ হয় তখনও হযরত মুসলেহ্

মওউদ (রা.) মসজিদে মোবারকের নির্মাণের সময় এ কথাই বলেছিলেন যে, এ মসজিদ কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকের স্থলাভিষিক্ত এবং এর প্রতিচ্ছবি ও মসীল হবে অর্থাৎ রাবওয়ার মসজিদে মোবারক সেই মসজিদের মসীল বা প্রতিবিম্ব হবে। যাহোক সেখানে দীর্ঘকাল খেলাফত ছিল, এখনও কেন্দ্রীয় দপ্তরাদি ওখানেই রয়েছে। কিন্তু গত ৩৫ বছর থেকে এখানে হিজরতের কারণে এখানেও নতুন দপ্তর ও নতুন বিষয়াদির অর্থাৎ নতুন বিল্ডিং ও নতুন মসজিদের প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশীয় আইনের কারণে খেলাফতে আহমদীয়াকে রাবওয়া থেকে হিজরত করতে হয়, এরপর খোদা তা'লা এখানকার চাহিদা পূরণের জন্য এখানে উন্নতির দ্বার পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যে বিস্তৃতি দিয়েছেন তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করুন আর শত্রুরা আমাদের হাত থেকে যে ফযল ও আশিসকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল আল্লাহ তা'লা পূর্বের চেয়ে বেশি বরং কয়েকগুণ বেশি এই মসজিদ ও কেন্দ্র থেকে উন্নতি দান করুন। যারা জামা'তের ভাগ্য ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক বনে আত্মপ্রসাদ নেয় তাদের কাণ্ডজ্ঞানের স্বরূপ দেখুন, অজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখুন, কেউ আমাকে দেখিয়েছে যে সোশাল মিডিয়ায় পিপিপি'র কোন রাজনীতিবিদ এই মন্তব্য করছিল এবং এই বিবৃতি দিচ্ছিল যে, আমরা আহমদীয়া জামা'তের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলাম আর এদের পাকিস্তানে ছড়াতে দিইনি, কিন্তু এখন নতুন সরকার এসেছে, এরা আহমদী ও কাদিয়ানীদের ইসলামাবাদে কেন্দ্র বানানোর অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এ হলো তাদের কাণ্ডজ্ঞানের স্বরূপ। স্বল্পকাল পূর্বে একইভাবে তাদের এক রাজনীতিবিদ আমাদের সম্পর্কে এভাবে অজ্ঞতামূলক বিবৃতি প্রদান করেছে আবার পরে বলে বসেছে যে, ভুল হয়ে গেছে, আমি পুরোপুরি বুঝিনি। যাহোক এ হলো এসব জড়বাদীদের চিন্তাধারা, এরা জানে না আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি আল্লাহ তা'লার কৃপায় হয়। পৃথিবীর কোন সরকারও এর উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না আর আহমদীয়া জামাত নিজেদের উন্নতির জন্য কোন সরকারের মুখাপেক্ষীও নয়। আমরা যতদিন খোদার নির্দেশ মেনে চলবো, যতদিন খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখব আল্লাহ্ তা'লার কৃপার অবতরণস্থল হিসেবে আমরা এসব উন্নতির অংশ হয়ে থাকব। অতএব আমাদেরকে নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত। যাদেরকে আল্লাহ তা'লা এই নতুন গ্রামে বসবাসের সৌভাগ্য দিয়েছেন আর কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণে যারা এই নতুন বসতির আশেপাশে এসে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে বা স্থাপন করছে তাদের নিজেদের অবস্থায় এমন পরিবর্তন আনা উচিত যার সুবাদে অত্রাঞ্চলে আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকার চিত্র মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে। নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল যাবৎ ইসলামাবাদে আমাদের ওয়াকেফীনে জিন্দেগী এবং কর্মকর্তাগণ বসবাস করে আসছেন। আর এখানকার অধিবাসীরা এ দিক থেকে আহমদীদের সাথে পরিচিতও বটে। নিঃসন্দেহে জলসার কারণেও আহমদীয়াত এই অঞ্চলে পরিচিত। দীর্ঘকাল অর্থাৎ ২০০৪ পর্যন্ত এখানে জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আর আজকাল অল্টনে যেখানে জলসা হচ্ছে সেই জায়গাটিও কাছেই অবস্থিত। কিন্তু এখন এই জনবসতি একটি নতুন রূপ লাভ করেছে। আর এদিক থেকে এখানকার স্থানীয়রাও আমাদেরকে এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। হঠাৎ এখানে এসে আহমদীরা যে বাড়িঘর নেয়া আরম্ভ করেছে স্থানীয়রা ইতোমধ্যেই তা বুঝতে পেরেছে। আর তারা এর চর্চাও আরম্ভ করেছে যে, তোমাদের খলীফা বা তোমাদের জামা'তের নেতার এখানে আসার কারণে হঠাৎ তোমারা এতদঞ্চলমুখী হয়েছ। অতএব এ কারণে পূর্বের চেয়ে বেশি নিজেদের উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে। তাদের ওপর নিজেদের ভালো প্রভাব

ফেলতে হবে। যদি আমাদের হৈচৈ এর কারণে, আমাদের ট্রাফিকের বিশৃঙ্খলার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয় তাহলে আমরা এখানকার স্থানীয়দের একটি ভ্রান্ত বার্তা বা ধারণা দেব। আমরা যদি নিজেদের আমল দ্বারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে না ধরি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা কেবল বুলি সর্বস্ব হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতার দাবি হলো, আমাদের কথা এবং আমাদের কর্ম, আমাদের শিক্ষা এবং আমাদের আমল যেন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এমন যেন না হয় যে, আমরা বলব এক আর করব আরেক। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মসজিদের প্রেক্ষিতেও আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। যে আয়াতগুলো আমি পাঠ করেছি সেগুলোতেও আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির প্রতিও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন ও মুসলমানদের সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও তাহলে নিজেদের ঈমান ও ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করে নাও। যদি তা না কর তাহলে তোমাদের উন্নতি হবে না বরং তোমরা ভ্রষ্টতার গহ্বরে নিপতিত হবে। মসজিদ নির্মাণের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা পূর্ণ করতে হবে, তবেই আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে নিজেদের ইবাদতকে একনিষ্ঠ করতে হবে, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হতে পারবে। জাগতিক ধ্যানধারণা এবং চাওয়া-পাওয়া থেকে নিজেদের মনমস্তিষ্ককে পবিত্র করতে হবে, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে। প্রত্যহ যদি পাঁচবার এই চেষ্টা করা হয় কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার জন্য ধর্মকে একনিষ্ঠকারী হতে পারব।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলেন যে, নিজেদের রূহ বা আত্মার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নাও। আর এই পরিচ্ছন্নতা শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার জন্য ধর্মকে একনিষ্ঠ করার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। আর যারা নিজেদের জন্য হেদায়েত লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, যারা ধর্মকে আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ করে না তারা ভ্রষ্টতার গহ্বরে নিপতিত হয়। এরা এমন লোক যারা আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় লাভের পরিবর্তে শয়তানকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে অবলম্বন করেছে। তারা আবার এই ধারণা করে যে, তাদের আমল খোদার সন্তুষ্টিসম্মত। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তিকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আজকাল যেসব পাপাচারী আলেম আমাদের চোখে পড়ে অর্থাৎ আমাদের বিরোধী যারা রয়েছে তাদের অবস্থাও একই। এসব আলেম নিজেদের সাথে সাধারণ মানুষকেও পথভ্রষ্ট করছে। তাদের ধারণা এটিই যে, আমাদের চেয়ে অর্থাৎ তাদের চেয়ে বেশি ইসলামী নির্দেশ মান্যকারী আর কেউ নেই। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন কূটকৌশল ও অপচেষ্টা বা ষড়যন্ত্রকে তারা বাদ দেয় না। আর সরকারও তাদের ভয়ে ভীত থাকে। আজকাল পাকিস্তানের করাচীতে এই বিরোধিতা বেশি হচ্ছে। তারা এই দাবিতে অনড় এবং সরকারও আমাদেরকে আমাদের মসজিদের মিনার ভেঙে ফেলতে বলছে। তাদেরকে লক্ষ বার এ কথা বলা হয়েছে যে, এগুলো অনেক পুরোনো অর্থাৎ ৫০-৬০ বছর পূর্বে নির্মিত মসজিদের মিনার, কিন্তু তারা বুঝতেই চায় না। মৌলভীদের সীমাহীন ভীতি তাদের হৃদয়ে বিরাজ করছে ভয়ে তারা ভীতবিহ্বল। জামা'তের সদস্যদের ওপর অত্যাচার নিপীড়নে এরা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালমন্দ করার ক্ষেত্রে

সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমন লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তাদের জন্য ভ্রষ্টতা আবশ্যক হয়ে গেছে। যেসব নামধারী আলেম এর পেছনে রয়েছে নিশ্চিতভাবে তারা তাদের মাঝে গন্য হয় যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, শেষ যুগে মসজিদগুলো বাহ্যত পরিপূর্ণ দেখা যাবে আর তা হবে হেদায়েতশূন্য আর আজকাল আমরা অন্যদের মাঝে তা-ই দেখতে পাই। আর তাদের মধ্য থেকেই নৈরাজ্যের উদ্ভব ঘটবে এবং তাদের মাঝেই তা ফিরে যাবে। আর এরাই ইসলামের দুর্নামের জন্য দায়ী হবে যারা কিনা নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

অতএব এমতাবস্থায় নিজেদের ইবাদতকেও একনিষ্ঠ করা আর পৃথিবীবাসীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অবগত করার আমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেড়ে যায়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রসারের জন্য আমরা যতটা না চেষ্টা করি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি পথ উন্মুক্ত করেন। আর এই কেন্দ্রও তারই একটি অংশ। অতএব আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে। কেবল আমাদের ব্যক্তিগত বা জামা'তী প্রচেষ্টায় এটি কখনো নির্মাণ করা সম্ভব হতো না। এটি শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই অনুগ্রহ যে, তিনি এই মরকয বা কেন্দ্র দান করেছেন। রমজানের এই দিনগুলোতে যখন রূহ বা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য আল্লাহ্ তা'লা উপকরণ সরবরাহ করেছেন সেখানে নিজেদের ধর্মকে পূর্বের চেয়ে আরো অধিক হারে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করার চেষ্টা করা উচিত। ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে একনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০)। বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লাকে স্মরণ করা উচিত এবং তাঁর অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে প্রণিধান করা উচিত। নিষ্ঠা ও এহসান থাকা উচিত আর তাঁর প্রতি এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করা উচিত যে, (যা দেখে প্রতিভাত হয় যে,) তিনিই একমাত্র প্রভু এবং সত্যিকার কর্মবিধায়ক। ইবাদত সংক্রান্ত নীতিমালার সারাংশ হলো বান্দার নিজেকে এমনভাবে দণ্ডায়মান করা যেন সে খোদা তা'লাকে দেখছে অথবা যেন খোদা তাকে দেখছেন। সকল প্রকার কলুষতা এবং সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া। আর তাঁরই মহত্ব এবং তাঁরই প্রতিপালনের প্রতি দৃষ্টি থাকা। তিনি বলেন, দোয়া মাসূরা এবং অন্যান্য দোয়া খোদার কাছে অনেক বেশি করা উচিত। আর অনেক বেশি তওবা ইস্তেগফার করা উচিত এবং বারংবার নিজের অক্ষমতা ব্যক্ত করা উচিত যেন আত্মশুদ্ধি লাভ হয় এবং খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্কবন্ধন রচিত হয়। আর তাঁরই ভালোবাসায় যেন বিলীন হয়ে যায়।

অতএব ধর্ম যদি আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়, ইবাদত যখন একনিষ্ঠ বা খাঁটি হবে তখনই আত্মশুদ্ধিও হবে আর নিজ আত্মাকে পবিত্র করার সুযোগও লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বও পালিত হবে আর বান্দাদের অধিকার প্রদানের জন্যও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার চেষ্টা থাকবে। কেউ সোশাল মিডিয়ায় দেয়া একটি ভিডিও দেখিয়েছে যে, ইফতারির সময় বেশ আয়োজন করে মুসলমানরা এক জায়গায় ইফতারির জন্য একত্রিত হয়েছে আর কোন বিষয় নিয়ে, সম্ভবত খাবার নিয়েই, প্রথমে গালিগালাজ আরম্ভ হয়, এরপর তা থেকে হাতাহাতি ও মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়। পরস্পর ঘুষাঘুষি করছে, মারামারি করছে, খামচাখামচি করচে, টানাহ্যাচড়া করছে, খাবার এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ একদিকে পড়ছে কেউ অন্যদিকে পড়ছে। জ্যেষ্ঠকেও সম্মান করা হচ্ছে না আর ছোটদেরও কোন পরোয়া করা হচ্ছে না। পরস্পর লড়াইয়ে ব্যস্ত।

আর এসব রোযার অবস্থায় হচ্ছে। আর যেমনটি তাদের রীতি রয়েছে যে, লম্বা কামিয পরিধান করে নামাযের জন্য আসে, তেমনই জুব্বা পরিধান করে এসেছে আর লড়াই চলছে। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন যে, তোমরা রোযা রাখা অবস্থায় কোন মন্দ কথা বলবে না, যে ঝগড়া করে তাকেও কোন উত্তর দিবে না বরং এ কথা বলবে যে, আমি রোযাদার। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, রোযার প্রতিদান আমি নিজে। প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ কি এমন রোযাদারদেরই প্রতিদান হবেন? এরাই কি সেসব লোক যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হচ্ছে? এটিই কি আত্মশুদ্ধি যা রোযার মাধ্যমে তাদের লাভ হচ্ছে? এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আগমনকারী ইমামকে মান্য করার গুরুত্ব কী, অধিকন্তু মুসলমানদের সংশোধনের জন্য যুগ ইমামের আগমনের গুরুত্ব কত বেশি। অথচ যখন তিনি এসেছেন তখন তাঁকে তারা মান্য করছে না। কিন্তু এসব বিষয় আমাদের দৃষ্টি এদিকে আরো বেশি আকর্ষণ করছে যে, আমরা যেন আত্মবিশ্লেষণ করি, নিজেদের সংশোধন করি, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমাদের মাঝেও যদি মনোমালিন্য এবং অশান্তি থাকে তাহলে তা যেন দূর করি এবং রোযার সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করি। আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করি আর তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর যেন আমল করি। অনুরূপভাবে অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

ইসলাম বলতে যা বুঝায় তাতে এখন পরিবর্তন এসে গেছে। সর্বত্র ঘৃণ্য স্বভাব বিরাজমান। অর্থাৎ ভ্রান্ত আচার আচরণ, বৃথা কথাবার্তা, নোংরা স্বভাব চরিত্র এবং পাপ অনেক বেড়ে গেছে, আর সেই ইখলাস বা নিষ্ঠা যার উল্লেখ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ-এর মাঝে হয়েছে, তা সুরাইয়াতে উঠে গেছে। অর্থাৎ তার কোন অস্তিত্বই দেখা যায় না। খোদার সাথে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং খোদার ওপর ভরসা বিলুপ্তপ্রায়। এখন খোদা তা'লা নতুনভাবে সেসব বৈশিষ্ট্যকে জীবিত করতে চান।

অতঃপর তিনি বলেন, এ যুগে লোকদেখানো, আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, দর্প, দাম্ভিকতা ইত্যাদি ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যাবলী অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এই সমস্ত মন্দ বিষয় অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে আর مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ-এর মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলী মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, খোদার ওপর ভরসা এবং তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পন করার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসাও আর অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এক মু'মিন যে নিজের সমস্ত বিষয় সমর্পন করে, সেই চিত্রও কোন মুমিনের মাঝে দেখা যায় না, অর্থাৎ তথাকথিত মু'মিন বা নামধারী মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে। ছোট ছোট বিষয়ে লড়াই ঝগড়া হচ্ছে, চারিত্রিক গুণাবলী সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। তিনি বলেন, এখন খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো এগুলোর বীজ বপন করা। প্রথমে বলেছেন, খোদার অভিপ্রায় হলো এসব বৈশিষ্ট্যকে পুনর্জীবিত করা। আর এখানে বলেছেন, খোদার অভিপ্রায় হলো এগুলোর বীজ বপন করা। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে এই বীজ বপিত হয়েছে। এখন খোদা তা'লার ইচ্ছা হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্যকে জীবিত করা, ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা, হুকুকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার প্রদান করা আর তিনি তা করেছেন। এখন আমাদেরকে এই বীজ বপনের ফলে সৃষ্ট চারাগাছ এবং বৃক্ষের শাখায় পরিণত হতে হবে। আর আমরা তা তখন করতে পারব যখন নিজেদের ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করব, অন্যের দুর্বলতা দেখে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করব, আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অন্য সবকিছুর

ওপর প্রাধান্য পাবে। এক জায়গায় তিনি বলেন, আমল বা কর্মের জন্য নিষ্ঠা হলো শর্ত। অতএব যদি কেবল বাহ্যিক আমল হয় আর তাতে নিষ্ঠা না থাকে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যদি ব্যকুলতা না থাকে তাহলে সেই আমল বৃথা, সেসব নামায বিফল। সুতরাং এটিও একটি সতর্কবাণী যে, নিজেদের ইবাদতকে যতক্ষণ একনিষ্ঠ না করা হবে সেসব ইবাদতের কোন লাভ নেই। এক জায়গায় তিনি বলেন,

স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থার সাথে তার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার খুবই সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি মানুষের পানাহারের রীতিও তার নৈতিক এবং আধ্যত্মিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। যেভাবে আমি ইফতারির ঘটনা শুনিয়েছি যে, মানুষ ইফতারির জন্য একত্রিত হয়েছিল, তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। তাদের বাহ্যিক অবস্থাই তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরে। অএতব এই বিষয়গুলো প্রকাশ করে যে, তাদের মধ্য থেকে আধ্যাত্মিকতা এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর এরপর এই বিষয়গুলো যেন আমাদেরও মনোযোগ আকর্ষণকারী হয়। তিনি বলেন, আর এসব প্রকৃতিগত অবস্থাকে যদি শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী কাজে লাগানো হয় তাহলে যেভাবে লবণের খনিতে পড়ে সবকিছু লবণাক্ত হয়ে যায় সেভাবেই এই সমস্ত স্বভাবজ অবস্থা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার যেসব নির্দেশাবলী রয়েছে, যেমন- পানাহারের অভ্যাস, মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, খাওয়ার সময় ভারসাম্য বজায় রেখে খাওয়া, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে যদি এসব বিষয় পালন করা হয়, শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী যদি করা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে তোমাদের চরিত্রও উন্নত হবে। তিনি বলেন, এই সমস্ত অবস্থা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয় আর আধ্যাত্মিকতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে সমস্ত ইবাদত এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা আর আকুতি মিনতি ও বিনয়ের ক্ষেত্রে দৈহিক পবিত্রতা, দেহের সঠিক ব্যবহার এবং দৈহিক ভারসাম্যকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাহ্যিক পবিত্রতাও আবশ্যক, আচার আচরণও গুরুত্বপূর্ণ, নিজেকে সুস্থ রাখাও আবশ্যক, তবেই মানুষ ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে। তিনি বলেন, আর প্রণিধানকালে এই দর্শনই সবচেয়ে সঠিক বলে মনে হয় যে, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আত্মার ওপর গভীর প্রভাব রয়েছে, যেমনটি আমরা দেখি যে, আমাদের স্বভাবজ কর্মকাণ্ড যদিও বাহ্যত শারীরিক বা দৈহিক কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর অবশ্যই সেগুলোর প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের চোখ যখন কাঁদতে আরম্ভ করে, তা যদি কৃত্রিমভাবেও হয়ে থাকে তবুও তাৎক্ষণিকভাবে সেই ক্রন্দনের একটি স্ফুলিঙ্গ হৃদয়ে পতিত হয়। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে মনও উদাস হয়ে যায় আর তখন হৃদয়ও চোখের অনুবর্তীতায় দুঃখিত হয়। একইভাবে আমরা যখন কৃত্রিমভাবে হাসতে আরম্ভ করি তখন হৃদয়েও এক প্রকার স্বস্তি সৃষ্টি হয়, এক আনন্দ অনুভূত হয়। তিনি বলেন, এটিও দেখা গেছে যে, দৈহিক সেজদাও আত্মার মাঝে বিনয় ও বিগলনের অবস্থা সৃষ্টি করে। অনেক সময় দৈহিক সেজদা করলে সেজদারত অবস্থায়ই এক প্রকার বিনয়ভাব সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে আমরা দেখি যে, আমরা যদি ঘাঁড় উঁচু করে এবং বুক ফুলিয়ে হাঁটি তাহলে এর গতি আমাদের মাঝে এক প্রকার অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নিঃসন্দেহে দৈহিক অঙ্গভঙ্গির আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর প্রভাব রয়েছে। এরপর তিনি এটিও বলেছেন যে, মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নতির ক্ষেত্রে বাহ্যিক খাবারেরও প্রভাব রয়েছে। তাই সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কেবল মাংসখোর

হয়ে যেয়ো না আবার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ো না যে, আমরা শুধু সবজি ছাড়া আর কিছুই খাব না। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো হালাল এবং তৈয়্যব, সেগুলো খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু তাতে যেন ভারসাম্য থাকে এবং অপব্যয় না হয়। কেননা এগুলো মানুষের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। ভারসাম্যপূর্ণ খাবারের মাধ্যমে মানুষের চরিত্রও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতিও মনোযোগ থাকে। তিনি বলেন, এটি কেবল ইসলামেরই সৌন্দর্য যে, তা সকল বিষয়ে পথনির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের ওপর এবং পুরো জগতবাসীর ওপর এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি স্বাস্থ্য রক্ষার নীতি নির্ধারণ করেছেন। এমনকি তিনি এটিও বলে দিয়েছেন যে,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩২)

অর্থাৎ অবশ্যই খাও এবং পান কর, কিন্তু খাবারেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরিমাণ বা মাত্রায় কমবেশি করো না, কেননা এতেও ভারসাম্য নষ্ট হয় আর এরপর এর প্রভাব আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপরও পড়ে। অতএব এক প্রকৃত ইবাদতকারী, যে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে ইবাদত করে, সে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থায়ও উন্নতি লাভ এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পাশাপাশি নিজের দৈহিক অবস্থায়ও সংশোধন করে। আর আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজির ব্যবহারও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে। জাগতিক বস্তু, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং খাদ্য-পানীয় তার উদ্দেশ্য হয় না বরং আমৃত্যু জাগতিক নিয়ামতরাজি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এক মু'মিন আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রতিও মনোযোগী থাকে। ইসলামই সেই ধর্ম যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতএব যেমনটি আমি বলেছি, এই মরকয বা কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতার দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার পাশাপাশি নৈতিক মানকেও উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। আর বিশেষভাবে এই নতুন অবস্থায় যখন অমুসলিমদের, প্রতিবেশীদের এবং অত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের দৃষ্টি এক নতুন আঙ্গিকে আমাদের প্রতি থাকবে তখন আমাদেরও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিজেদের কথা ও কর্মের মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে প্রদর্শন করতে হবে। এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে আমরা যদি আমাদের জীবন অতিবাহিত করি তবে এটিই তবলীগের অনেক বড় একটি মাধ্যম হয়ে যাবে আর এটিই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা বানিয়ে তাঁর কৃপাভাজন করবে। এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অনেক মানুষ তাদের প্রতিবেশী এবং বাহিরের মানুষদের সাথে খুব ভালো আচরণ করে কিন্তু ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে তাদের আচারব্যবহার ভালো হয় না। এটি তাদের ব্যক্তিগত কাজ নয়। এটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও ব্যক্তিগত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য তাদেরই পাকড়াও করবেন কিন্তু এসব বিষয় জামা'তী ঐক্য ও শান্তির ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। পারিবারিক অশান্তি সন্তানদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এর ফলে ভাবিষ্যতে সন্তানরা জামা'তের উত্তম সদস্য হওয়ার পরিবর্তে জামা'ত ও ধর্ম থেকে দূরে চলে যায়। অথচ ইসলামের প্রসারের লক্ষ্যে এবং স্বীয় ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করার

উদ্দেশ্যে আবশ্যক বিষয় হলো নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা। কিন্তু আচরণ যদি এমন হয় তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এক্ষেত্রেও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জামা'তী বিষয়। কেননা ছেলেমেয়েরা দেখে যে, বাহ্যত আমাদের পিতা তো অনেক ধর্মপরায়ণ মানুষ এবং জামা'তেও তাকে অনেক ভালো মনে করা হয় কিন্তু বাড়িতে তার আচারব্যবহার পুরোপুরি উল্টো। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয়। পারিবারিক কলহের ফলে স্ত্রীর পরিবার ও স্বামীর পরিবারের মাঝে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে আর তখন সমাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। অতএব যেসব পরিবারে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তারা তাদের পরিবারের সুখশান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন বরং এই সিদ্ধান্ত করে নিন যে, এটি আমরা করবই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত করে যে কৃপা ও অনুগ্রহ করেছেন তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করার চেষ্টা করব। একইভাবে যেসব মহিলা তুচ্ছ বিষয়েই উত্তেজিত হয়ে যায় তাদেরও উচিত নিজেদের সন্তানসন্ততির তরবিয়তের জন্য নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এ রমজানকে বিশেষ রমজানে রূপ দিন যে, এ মাসের কল্যাণে আমরা নিজেদের গৃহকে সুন্দর করব। রমজানে মসজিদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে কাজেই মসজিদের যে প্রকৃত সৌন্দর্য 'তাকওয়া' সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে অগ্রগামী হতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, তাকওয়ার পথ অনুসরণের মাধ্যমে কপটতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি হতে মুক্ত থাকতে হবে। আমাদের প্রতি যত বেশি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে আমাদেরও তত বেশি এই বিষয়গুলো চিন্তা করা উচিত যে, আমরা যেন সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথ অনুসন্ধানে সচেষ্ট থাকি। সেরূপ নামাযি হবেন না যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের নামাযকে তাদের ধ্বংসের কারণ বানিয়ে দেন বরং আমরা যেন সেসব মানুষের মাঝে পরিগণিত হই যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করেছেন এবং তাঁর পুরস্কারের উত্তরাধিকারী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে কেন্দ্র দান করেছেন এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- ধর্মের প্রয়োজনের জন্য একে ব্যবহার করা। কিন্তু পার্থিবতার দিক থেকেও এটি আল্লাহ তা'লার অনেক বড় কৃপা যে, তিনি এই পুরস্কারে আমাদেরকে ভূষিত করেছেন। যেমনটি আমি এর আগেও বলেছি, আমরা আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এটি অর্জন করতে পারতাম না। যদিও এই কেন্দ্রের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সুতরাং সকল দিক সামনে রেখে আমাদের উচিত আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। একজন বস্তুবাদী মানুষ যখন এসব পরিকল্পনা ও কার্যক্রম দেখে তখন প্রভাবিত না হয়ে পারে না। বিশেষ করে সে যখন জানতে পারে যে, এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে বা কৃপাবলে সম্ভব হয়েছে অন্যথায় আমরা একটি ছোট জামা'ত, যাদের জাগতিক উপায়-উপকরণও নিতান্তই সীমিত আর জামা'তের সদস্যদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কল্যাণে এসব হয় তখন সে আরো বেশি অবাক হয়। এমন লোক তখন উপলব্ধি করে যে, আজও সেই জীবন্ত খোদা বিদ্যমান আছেন যিনি যাকে সাহায্য করতে চান সাহায্য করেন, যাকে পুরস্কৃত করতে চান তাকে পুরস্কৃত করেন। অতএব বাহ্যত এর মাধ্যমে এক দুনিয়াদারের উপরও আমাদের শিক্ষার প্রভাব পড়ে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে এরা আমাদের তবলীগের আওতায় এসে যায়। খোদা তা'লার অস্তিত্বকে দেখানোর জন্য আবশ্যক হলো, আমাদের কথা ও কাজ যেন এমন হয় যা অন্যদেরকে প্রভাবিত করে। অতএব, যে আঙ্গিকেই

আমরা নেই না কেন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমাদের শির অবনত হতে থাকে আর অবনত হওয়া উচিত কেননা তিনি আমাদেরকে স্বীয় কৃপাবলে এমন একটি জনপদ আবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন। যদিও এটি একটি মহল্লার সমান জনবসতি বরং তার চেয়েও ছোট কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এর গুরুত্ব কেন্দ্র হওয়ার নিরিখে অসাধারণ। বিশ্বের এই অংশে আল্লাহ তা'লা কেন্দ্র বানানোর তৌফিক দিয়েছেন যা একত্ববাদশূণ্য বরং অংশিবাদিতায় পরিপূর্ণ, এ আশায় যে, এখান থেকে নব উদ্যমে একত্ববাদ প্রচারের কাজ কর এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাসের মিশনকে বাস্তবায়ন কর। যেন অবশেষে সেই দিন আসে যখন নগরের পর নগর শহরের পর শহর আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের ঘোষণাকারী হবে। আজ যারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে মুখে যা আসে তা-ই বলে দেয়, এর পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে আসাকে তারা যেন গর্বের কারণ মনে করে আর তার প্রতি যেন দরূদ প্রেরণ করে। অতএব, এটি হলো আমাদের দায়িত্ব। আর তা শুধু ইসলামাবাদে বসবাসকারীদের বা আশেপাশে এসে বসতিস্থাপনকারীদেরই দায়িত্ব নয়, বরং এদেশে বসবাসকারী সকল আহমদী এবং সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের উড্ডয়নের পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করা এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার উপায় অনুসন্ধান করা যে, কীভাবে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে বাস্তবায়ন করতে পারি, কীভাবে যুগ-খলীফার পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার জন্য তাঁর সহযোগিতা করতে পারি, দোয়া ও কর্মের মাধ্যমে কীভাবে যুগ-খলীফার সাহায্য করতে পারি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে রমজান মাসে এই মসজিদের শুভ উদ্বোধন করার তৌফিক দিচ্ছেন। পূর্বের খলীফাদের কথা তো আমি জানি না কিন্তু আমার সময়ে এটি প্রথম উপলক্ষ্য যেখানে রমজান মাসে মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। সুতরাং এই কল্যাণমণ্ডিত ও দোয়া গৃহীত হওয়ার মাসের সদ্ব্যবহার করে আহমদীয়াতের উন্নতি এবং পৃথিবীর এই অংশে কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়া করুন এবং অনেক দোয়া করুন। এই কেন্দ্রও যেন বর্ধিত হতে থাকে এবং এর আশপাশে আহমদীদের বসতিও যেন বিস্তৃত হতে থাকে। আমরা যেন ইসলামের ক্রোড়ে মানুষের আগমনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। আমরা যেন সকল বিরুদ্ধবাদীর ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখি। রাবওয়া যাওয়ার পথও যেন উন্মুক্ত হয়। আর কাদিয়ান, যা মসীহ্ (আ.) এর আগমনস্থল, সেখানে যাওয়ার পথও যেন উন্মুক্ত হয় এবং মক্কা-মদীনা যাওয়ার পথও যেন আমাদের জন্য অবারিত হয়, কেননা তা আমাদের অনুসরনীয় ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর গ্রাম এবং ইসলামের চিরস্থায়ী কেন্দ্র আর প্রকৃত ইসলামের বাণী সেই লোকদের কাছেও যেন পৌঁছে আর তারাও যেন তা গ্রহণকারী এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত দাসের সত্যায়নকারী হয়ে যায়। অজ্ঞতার কারণে যারা বিদ্বেষপোষণকারী রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের দৃষ্টিকেও উন্মুক্ত করে দেন আর যারা শুধুমাত্র অনিষ্ট সাধন ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে তাদেরকেও ধৃত করার ব্যবস্থা যেন আল্লাহ তা'লা করেন। আর মুসলমানরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক উম্মতরূপে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমলকারী যেন হয় এবং অতি দ্রুত অমুসলিম বিশ্বও যেন ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে।

এই মসজিদ এবং এর পুরো নির্মাণ পরিকল্পনার বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ করছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই যে মসজিদের মুসল্লী বসার স্থান, তা আনুমানিক ৩১৪ বর্গ মিটার অর্থাৎ ৫০০ নামাজী নামায পড়তে পারে। একইভাবে হল রয়েছে, যাতে ১২শর কাছাকাছি, অপর আরেক স্থানে আনুমানিক ১১০ জনের মত মানুষ নামায আদায় করতে পারবে। এরপর হলের সামনে প্রবেশমুখে একটি প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান ও ছাউনি রয়েছে, সেখানেও আনুমানিক ৩শ মানুষ নামায পড়তে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে যে সংকুলান হবে তা আনুমানিক ১২শ এবং ৩শ, ১৫শ অর্থাৎ প্রায় দুই হাজারের ওপরে সংকুলান হবে। একইভাবে ঘরের বিষয়ে আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি অর্থাৎ বাসস্থান নির্মিত হয়েছে, দপ্তর নির্মিত হয়েছে, অফিসের তিনটি ব্লক রয়েছে, যাতে আনুমানিক পাঁচটি অফিস বানানো হয়েছে। আশা করা যায় যে, এম.টি.এ-এর জন্যও এখানে স্থানসংকুলান হয়ে যাবে এবং স্টুডিও ইত্যাদিও সেখানে তৈরী হয়ে যাবে। এছাড়া সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন গোসলখানা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরপর সকল স্থানে সোলার এনার্জিরও প্যানেল লাগানো হয়েছে। এছাড়া বর্তমান যুগের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলো সরবরাহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা এমন যে, তা অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য পৃথকভাবে কোন আর্থিক তাহরীক করা হয় নি আর আমার জানামতে এটাই কোন প্রথম পরিকল্পনা যা পৃথক কোন তাহরীক ছাড়া সমাপ্ত হয়েছে। আর এই মসজিদের যে ডিজাইন তা কতকের কাছে ভালো লেগেছে আর কতকের কাছে ভালো লাগে নি। যাহোক, অভিজ্ঞদের দৃষ্টিতে এর ডিজাইন এমন যে, বিদ্যুৎও সাশ্রয় হবে আর এনারজিও সাশ্রয় হবে। এছাড়া এর যে নির্মাণপদ্ধতি রয়েছে তা-ও অভিজ্ঞদের দৃষ্টিতে সাধারণ যে নির্মাণ খরচ হয় তার চেয়ে স্বল্প মূল্যে করা হয়েছে আর মসজিদের ভিতর যে ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে পূর্বে আমাদের মসজিদে এত বেশি ক্যালিগ্রাফি ছিল না, যেহেতু এই মসজিদের ডিজাইনই এমন ছিল, এ জন্য আমি তাদেরকে বলেছি যে, ক্যালিগ্রাফি করতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ্ তা'লার সিফাত বা গুণবাচক নাম লেখা হলে এতে কোন সমস্যা নেই। এর জন্য রিজওয়ান বেগ সাহেব যিনি জলসার সময় কুরআন প্রজেক্টও করে থাকেন, তিনি অনেক বেশি সহযোগিতা প্রদান করেছেন, (তিনিই লিখেছেন)। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং পাশাপাশি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স এর সম্পাদক আমের সফীর সাহেবও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া আমাদের দু'জন মুরব্বী ছিলেন, কানাডা থেকে একজন যিনি এবছর জামেয়া পাশ করে বেরিয়েছেন, বাসেল বাট তিনি এসেছিলেন এবং মূসা সাত্তার আর মাসুর দ্বীন সাহেব। তারা একটি একটি শব্দ বরং একটি একটি অক্ষর নিয়ে একত্রিত করে বিশেষ আঠা দিয়ে লাগিয়েছেন। খুবই পরিশ্রমের কাজ ছিল। যারা এসকল কাজে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। একইভাবে যুক্তরাজ্যের অডিও-ভিডিও টিম আর আমাদের এম-টি-এ'র টিম, তারাও খুব পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান দিন।

এই নির্মাণ প্রকল্পের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি বানানো হয়েছিল যারা বিভিন্ন সময় নিরীক্ষণ করতে থেকেছে। আর স্থায়ী নিরীক্ষণের জন্যও দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। একজন ওয়াকফে আরযিতে ছিলেন ইদ্রিস সাহেব, আরেকজন হলেন ওয়াকফে নও যুবক আমাদের ওয়াকফে জিন্দেগী ইঞ্জিনিয়ার ফাতেহ, তিনি স্থায়ী নিরীক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন।

অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায় কিন্তু সার্বিকভাবে তদারকি করার চেষ্টা হয়েছে। এখনো কাজ করানো হচ্ছে।

এ ছাড়া কমিটির সদস্য যারা এখানে এসে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়েছেন, সময় দিয়েছেন, তারা কমিটির সদস্যও বটে, তাদের মাঝে একজন হলেন, চৌধুরী জহির সাহেব। তিনিও বেশ ভালো কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও উত্তম প্রতিদান দিন। স্বেচ্ছায় নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি অনেক বিষয় সংশোধন করে দিয়েছেন।

পূর্বেও আমি বলেছি, এই প্রজেক্টের জন্য কোন তাহরীক করা হয় নি অথচ এটি অনেক বড় একটি প্রজেক্ট ছিল। এর পাশাপাশি অন্যান্য দেশেও বড় বড় প্রজেক্টের কাজ চলছিল। বিশেষভাবে কাদিয়ান, মালি আর তানজানিয়া ইত্যাদি দেশে। কোথাও কোন প্রোজেক্ট কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখতে না হয়- এই চিন্তায় অনেক সময় আমি দুশ্চিন্তা করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাবারি বর্ষণ করেছেন আর সকল প্রজেক্ট পূর্ণতা পেতে থেকেছে। তানজানিয়াতেও একটি বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে যাতে বহু অফিস এবং অন্যান্য জিনিস রয়েছে। নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। একটি পরিপূর্ণ কমপ্ল্যাক্স বানানো হয়েছে। মালিতেও অনেক বড় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য ভবনও নির্মিত হয়েছে। এটি একটি সয়ংসম্পূর্ণ কমপ্ল্যাক্স। সেখানে যারাই এটি দেখে তারাই খুব প্রশংসা করে। মালির লোকেরা এখন কানাঘুষা করে যে, এত বড় মসজিদ আর অন্যান্য যেসব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, সম্ভবত এরা অনেক ধনী জামা'ত। জাগতিকভাবে আমরা ধনী নই ঠিক-ই তবে আমাদের প্রকৃত সম্পদ হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়ে, আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায়ই (তা সম্ভব হয়েছে)। অতএব আমরা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যাচনা করতে থাকব, আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপা বর্ষণ করতে থাকবেন। তাঁর অধিকার যতদিন আমরা আদায় করতে থাকবো, ততদিন আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাবারি বর্ষণ করতে থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

বিগত দিনে আমেরিকা থেকে একজন ডাক্তার সাহেব মালিতে ওয়াকফে আরযির উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন এয়াপোর্ট থেকে যাচ্ছিলাম তখন দূর থেকে খুব সুন্দর একটি মসজিদ এবং বিশাল বড় একটি ভবন দেখে আমার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কাদের মসজিদ? খুব সুন্দর মসজিদ বানিয়েছে তো! তখন ড্রাইভার বলল, এটি আহমদীদের মসজিদ আর আপনি ওখানেই তো যাচ্ছেন! অতএব যে-ই দেখে, সে-ই খুব প্রশংসা করে। অনেক বড় প্রজেক্ট ছিল, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা পূর্ণতা পেয়েছে। এখান থেকে স্থাপত্য বিভাগ এবং ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন-এর সদস্যরা সেখানকার প্ল্যানিং করেছিল। যারা এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান দিন। মোটকথা আল্লাহ্ তা'লা অবিরাম কৃপাবারি বর্ষণ করুন আর আগামীতে যে সকল প্রজেক্ট চলছে –তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক এবং আল্লাহ্ তা'লা আরও প্রজেক্ট পূর্ণ করার সৌভাগ্য দিন।

আল্লাহ্ তা'লা সার্বিকভাবে জামা'তকে যে আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য দিয়েছেন, সেই কুরবানীর ফলে এ সকল প্রজেক্ট পূর্ণতা পেয়েছে আর পাচ্ছেও বটে আর আগামীতেও পূর্ণতা পেতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সকল সদস্যের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি দান করতে থাকুন আর তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে বরকত দিন। এ দিক থেকে এই প্রজেক্টের কথা

আমি বলতে পারি যে, কোন বিশেষ তাহরীক ছাড়াই তা সুসম্পন্ন হয়েছে। আর যেহেতু জামা'তের সাধারণ বাজেটও এই প্রজেক্টের মাঝে অন্তর্ভুক্ত, তাই পৃথিবীর সকল জামা'তও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত, অতএব কে বেশি দিয়েছে আর কে কম দিয়েছে- সেই বাছবিচার নেই। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন আর ক্রমাগতভাবে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে বরকত প্রদান করুন। (আমীন)